সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩১১
WEEKLY BOOKLET:311

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত
"ফয়যানে নামায" কিতাবের একটি অংশ

জুমার ফযীলত

- আগেকার যুগে জুমার প্রতি উৎসাহ ৮
- এক জুমা থেকে অপর জুমা গুনাহের ক্ষমা ১২
- জুমার দিন মা-বাবার কবরে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব ২০
- খুতবার ৭টি মাদানী ফুল ২৭

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এ বিষয়টি "ফয়যানে নামায" ১২০ - ১৪৪ পৃষ্ঠা থেকে সংকলন করা হয়েছে

জুমার ফযীলত

আত্তারের দোয়া: হে মোস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি ২৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত পুস্তিকা **"জুমার ফযীলত"** পড়ে কিংবা শুনে নিবে, তাকে জুমার বরকত দ্বারা ধন্য করে দাও এবং তার পিতা-মাতা ও সকল পরিবার সহ বিনা হিসেবে ক্ষমা করুন। আমিন।

জুমার দিন দরূদ শরীফ পাঠ করার ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি **জুমা**র দিন দুইশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার দুইশত বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে। **(জমউল জাওয়ামে, ৭/১৯৯, হাদীস: ২২৩৫৩)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আমরা কিরূপ সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে **জুমা মুবারকে**র নেয়ামত দান করে ধন্য করেছেন। আফসোস! আমরা দূর্ভাগারা **জুমা** শরীফকেও অন্যান্য দিনের ন্যায় উদাসীনতায় অতিবাহিত করে দিই, অথচ **জুমা**র দিন হলো ঈদের দিন, **জুমা** হলো "সায়্যিদুল আয়াম" অর্থাৎ সকল দিনের সরদার, **জুমা**র দিন জাহান্নামের আগুনকে প্রজ্জলিত করা হয় না,

www.dawateislami.net

জুমার রাতে জাহান্নামের দরজা খোলা হয় না, **জুমার** দিনকে কিয়ামতের দিন দুলহার (বর) ন্যায় উঠানো হবে, **জুমার** দিন মৃত্যুবরণকারী সৌভাগ্যবান মুসলমান শহীদের মর্যাদা পেয়ে থাকে এবং কবরের আযাব হতে নিরাপদ হয়ে যায়। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর উক্তি অনুযায়ী, **জুমার** দিন হজ্ব হলে তবে এর সাওয়াব ৭০টি হজ্বের সামান, **জুমার দিন একটি নেকীর সাওয়াব ৭০ গুণ বেশি**। (যেহেতু **জুমার** সম্মান অনেক বেশি সেহেতু) **জুমার দিনের গুনাহের আযাবও ৭০ গুণ বেশি হবে**। (মিরাত থেকে সংক্ষেপিত, ২/৩২৩, ৩২৫ ও ৩৩৬)

জুমা মুবারক এর ফযীলতের কথা আর কি বলবো! **আল্লাহ পাক জুমা** সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ সূরা **"সূরাতুল জুমা"** অবতীর্ণ করেন, যা কুরআনুল করীমের ২৮তম পারায় রয়েছে। **আল্লাহ পাক সূরা জুমার** ৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝۹

(পারা ২৮, সূরা জুমা, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ হে ঈমানদার গণ! যখন নামাযের আযান হয় **জুমার** দিবসে তখন **আল্লাহর** যিকিরের দিকে দৌড়াও এবং বেচা-কেনা পরিত্যাগ করো, এটা তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানো।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রথম জুমা কখন আদায় করেছিলেন?

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন

www.dawateislami.net

মদীনা তায়্যিবায় তাশরীফ নিয়ে গেলেন তখন ১২ রবিউল আউয়াল (৬২২ হিজরী) রোজ সোমবার চাশতের সময়ে কুবা নামক স্থানে অবস্থান করলেন। সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার এখানে অবস্থান করলেন এবং মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করলেন। **জুমা**র দিন **মদীনায়ে তায়্যিবা**র দিকে সফর করলেন। বনী সালিম ইবনে আউফের উপত্যকায় **জুমা**র সময় হলো, সেই স্থানে লোকেরা মসজিদ বানালো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেখানে **জুমা** আদায় করলেন এবং খুতবা দিলেন।

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৮৪ পৃষ্ঠা)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজও সেই জায়গায় আলিশান **মসজিদে জুমা** প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং যিয়ারতকারীরা এর বরকত অর্জনের জন্য তা যিয়ারত করে এবং সেখানে নফল নামায আদায় করে থাকে।

জুমার অর্থ

হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর মাটি এই দিনেই একত্রিত করা হয়েছে, তাছাড়া **এই দিনে মানুষ একত্রিত হয়ে নামায আদায় করে,** এই কারণেই (Reasons) একে **জুমা** বলা হয়। ইসলামের পূর্বে আরববাসীরা একে **আরুবা** বলতো। **(মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩১৭)**

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ৫০০টি জুমা পড়েছেন

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রায় ৫০০টি **জুমা** পড়েছেন, এই জন্যই যে, হিজরতের পরই **জুমা** শুরু হয়েছে, এরপর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দশ বছর

www.dawateislami.net

পর্যন্ত জাহেরী হায়াতে ছিলেন, এই সময়ে **জুমা**র সংখ্যা এতই হয়।

(মিরাত, ২/৩৪৬। লুমআত, ৪/১৯০, ১৪১৫ নং হাদীসের পাদটিকা)

অলসতায় তিন জুমা বর্জনকারীর অন্তরে মোহর

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি অলসতার কারণে তিন **জুমা** বর্জন করবে, **আল্লাহ পাক** তার অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিবেন।" **(তিরমিযী, ২/৩৮, হাদীস: ৫০০)**

জুমা ফরযে আইন (অর্থাৎ যা আদায় করা প্রত্যেক বিবেকবান ও প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান পুরুষের উপর আবশ্যক) আর এর ফরযের ভিত্তি যোহরের চেয়ে বেশি জোরালো আর তা অস্বীকারকারী কাফির।

(দুররে মুখতার, ৩/৫। বাহারে শরীয়াত, ১/৭৬২)

ইমামতির মর্যাদা লাভ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!জুমার নামাযের জন্য অনেক আগে পৌঁছে যাওয়া, প্রথম সারিতে এবং প্রথম তাকবীরের সাওয়াব অর্জনের জন্য আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি **"মাদানী বাহার"** শুনি: ফালিয়া (পাঞ্জাব) এর নিকটবর্তী এলাকার এক যুবক ইসলামী ভাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে নাটক ও অশ্লিল সিনেমা এবং গান-বাজনা শুনায় অভ্যস্ত ছিলো, তার কোমরে ব্যথা দেখা দিলে সে মদ্যপান করার মাঝে সেটার গুনাহে ভরা চিকিৎসা খুঁজতে লাগলো। নামায পড়া তো এক দিকে, সে নামাযের সঠিক নিয়মও জানতো না, কিন্তু তার বিবেক তাকে নিন্দা করতে লাগলো যে, মুসলমান হয়েও আমি নামায পড়তে জানি না। এরই মাঝে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগ তার ওয়ার্কশপে কাজ করার

www.dawateislami.net

জন্য চাকরী নিলো, তখন তার মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র পাগড়ী, দাঁড়ি এবং সুন্নাতের উপর আমল করা খুবই পছন্দ হলো যে, এই যুবকটি সাধারণ মানুষ থেকে কতইনা ব্যতিক্রম! ইসলামী ভাইয়ের সহচর্য প্রভাবিত করতে লাগলো এবং সে তাকেও উৎসাহ দিয়ে নামাযের জন্য মসজিদে নিয়ে যেতো। যখন রমযান মাস আসলো তখন মুবাল্লিগে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র উৎসাহে সে আশিকানে রাসুলের সাথে **ইতিকাফ** করলো, গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং ঈদের সময়ে তিন দিনের কাফেলায় সফরও করলো। ইতিকাফে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র রঙে রঙিন হয়ে গেলো, অতঃপর ৪১ দিনের কাফেলা কোর্সও করে নিলো, পরবর্তীতে মানসিকতা সৃষ্টি হলে ১২ মাসের কাফেলায়ও সফর করলো। অবশেষে ইমাম কোর্স করার পর একটি মসজিদে ইমামতি করতে লাগলো। তার ওসিলায় **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বরকত তার ঘরের সদস্যদেরও নসীব হলো এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰه ঘরেও মাদানী পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে গেলো।

اِنْ شَآءَاللّٰه ভাই সুধর জাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
মরজে ইসয়াঁ সে চুটকারা তুম পাওগে, মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ,৬৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার দিন পাগড়ী পরিধানের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতারা **জুমা**র দিন পাগড়ী পরিধান কারীর প্রতি দরূদ প্রেরণ করেন।" **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ২/৩৯৪, হাদীস: ৩০৭৫)**

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাক ও ফিরিশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ

হে আশিকানে নামায! বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর** ফিরিশতারা **জুমা**র দিন পাগড়ী পরিধানকারীদের প্রতি দরূদ প্রেরণের কথা আলোচনা হয়েছে, মনে রাখবেন! এর দ্বারা প্রচলিত দরূদ উদ্দেশ্য নয় বরং **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দার প্রতি দরূদ প্রেরণের অর্থ হলো রহমত অবতীর্ণ করা আর ফিরিশতাদের দরূদ প্রেরণের অর্থ হলো ক্ষমা প্রার্থনা করা। **(ফাতহুল বারী, ১২/১৩১)**

এক জুমা ৭০ জুমার সমান

হযরত ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **পাগড়ী সহকারে একটি জুমা পাগড়ী বিহীন ৭০টি জুমার সমান।** **(জামে সগীর, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১০১)**

আরোগ্য প্রবেশ করে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: "যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন নিজের নখ কাটে, **আল্লাহ পাক** তার কাছ থেকে রোগ দূরীভূত করে আরোগ্য প্রবেশ করিয়ে দেন।" **(কু'তুল কুলুব, ১/১১৯)**

দশদিন পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপত্তা

হযরত আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন নখ কাটে, **আল্লাহ পাক** তাকে দ্বিতীয় **জুমা** পর্যন্ত বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং তিনদিন অতিরিক্ত অর্থাৎ

www.dawateislami.net

দশদিন পর্যন্ত। অপর এক বর্ণনায় এটাও রয়েছে: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন নখ কাটবে, এর দ্বারা রহমত আসবে আর গুনাহ চলে যাবে।

(বাহারে শরীয়াত, ১৬/২২৬। দুরের মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ৯/৬৬৮-৬৬৯)

রিযিক স্বল্পতার একটি কারণ

হযরত আল্লামা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **জুমা**র দিন নখ কাটা মুস্তাহাব, হ্যাঁ যদি বেশি বড় হয়ে যায় তবে **জুমা**র জন্য অপেক্ষা করবে না, নখ বড় হওয়া ভাল নয়, কেননা নখ বড় হওয়া রিযিক স্বল্পতার কারণ। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬/২২৫)**

ফিরিশতারা সৌভাগ্যবানদের নাম লিখে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন **জুমা**র দিন আসে তখন মসজিদের দরজায় ফিরিশতারা আগমনকারীদের নাম লিখেন, যারা আগে আসে তাদের নাম আগে লিখেন, সর্বপ্রথম আগমনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ**র পথে **একটি উট সদকা** করে, এরপর আগমনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ**র পথে **একটি গরু সদকা** করে, এরপর আগমনকারী ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে **আল্লাহ**র পথে **ভেড়া সদকা** করে, অতঃপর এর পরবর্তী ব্যক্তির উদাহরণ, যে **মুরগি সদকা** করে, অতঃপর এর পরবর্তী ব্যক্তির উদাহরণ, যে **ডিম সদকা** করে এবং যখন **ইমাম** (খুতবার জন্য) বসে যায় তখন তাঁরা (ফিরিশতারা) আমলনামা বন্ধ করে নেয় এবং এসে খুতবা শ্রবণ করে।" **(বুখারী, ১/৩১৯, হাদীস: ৯২৯)**

www.dawateislami.net

হাদীসের ব্যাখ্যা

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম বলেছেন: ফিরিশতারা **জুমা**র দিন ফজর উদিত হওয়া থেকে দন্ডায়মান থাকে, কারো মতে; সূর্য উদিত হওয়ার পর থেকে, কিন্তু সত্য এটাই যে, সূর্য ঢলে পড়া (অর্থাৎ যোহরের ওয়াক্ত শুরু হওয়া) থেকে শুরু হয়, কেননা সেই সময় হতেই **জুমা**র সময় শুরু হয়ে থাকে, বুঝা গেলো, সেই ফিরিশতারা আগমনকারী প্রত্যেকের নাম জানে, মনে রাখবেন! যদি প্রথমেই ১০০ জন ব্যক্তি এক সাথেই মসজিদে আসে, তবে সকলেই প্রথমে আগমনকারী হবে। (মিরাত, ২/৩৩৫)

আগেকার যুগে জুমার প্রতি উৎসাহ

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আগেকার যুগে সেহেরীর সময় এবং ফজরের পর রাস্তায় মানুষে পরিপূর্ণ দেখা যেতো, তারা প্রদীপ নিয়ে **জুমা**র নামাযের জন্য জামে মসজিদের দিকে যেতো, যেনো মনে হতো ঈদের দিন, এক পর্যায়ে **জুমা**র নামাযের জন্য আগে চলে যাওয়ার ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে গেলো। অতএব বলা হলো যে, ইসলামে যে প্রথম বিদআত (নতুন প্রচলন) প্রকাশ পেলো, তা হলো জামে মসজিদের দিকে আগে যাওয়া ছেড়ে দেয়া। আফসোস! মুসলমানদের কোনভাবেই ইহুদিদের প্রতি লজ্জা আসে না যে, তারা তাদের উপাসনালয়ে শনিবার এবং রবিবার সকাল সকাল চলে যায়। তাছাড়া দুনিয়াবী উপার্জনে আগ্রহী ব্যক্তি বেচাকেনা ও দুনিয়াবী উপকার লাভের জন্য সকাল সকাল বাজারে চলে যায়, আর আখিরাত অন্বেষন কারীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা কেন করে না! (ইহয়াউল উলুম, ১/২৪৬)

www.dawateislami.net

গরীবদের হজ্ব

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হতে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلۡجُمُعَۃُ حَجُّ الۡمَسَاکِیۡن অর্থাৎ "**জুমা**র নামায মিসকিনদের হজ্ব।" আর অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে: اَلۡجُمُعَۃُ حَجُّ الۡفُقَرَاء অর্থাৎ "**জুমা**র নামায গরীবদের হজ্ব।" (জমউল জাওয়ামে, ৪/৮৪, হাদীস: ১১১০৮-১১১০৯)

জুমার জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হজ্ব

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য প্রত্যেক **জুমা**র দিন একটি হজ্ব ও একটি ওমরা বিদ্যমান, সুতরাং **জুমা**র নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি বের হওয়া হলো হজ্ব এবং **জুমা**র নামাযে পর আসরের নামাযের জন্য অপেক্ষা করা হলো ওমরা।" (আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৩/৩৪২, হাদীস: ৫৯৫০)

হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব

হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: (**জুমা**র নামাযের পর) আসরের নামায পড়া পর্যন্ত মসজিদেই থাকুন আর যদি মাগরীবের নামায পর্যন্ত অবস্থান করে তবে উত্তম। বলা হয়, যে ব্যক্তি জামে মসজিদে (**জুমা** আদায় করার পর সেখানেই অবস্থান করে) আসরের নামায পড়ে, তার জন্য হজ্বের সাওয়াব রয়েছে আর যে ব্যক্তি (সেখানে অবস্থান করে) মাগরীবের নামায পড়ে, তবে তার জন্য হজ্ব ও ওমরার সাওয়াব রয়েছে। (ইহইয়াউল উলুম, ১/২৪৯) **যেখানে জুমা পড়া হয় তাকে "জামে মসজিদ" বলে।**

www.dawateislami.net

সকল দিনের সরদার

প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**জুমা**র দিন হলো সকল দিনের সর্দার এবং **আল্লাহ পাকে**র নিকট সবচেয়ে বড় আর **আল্লাহ পাকে**র নিকট ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার চেয়ে বড়। এতে পাচঁটি বিশেষত্ব রয়েছে: **(১) আল্লাহ পাক** এই দিনেই আদম عَلَيْهِ السَّلَام কে সৃষ্টি করেছেন। **(২)**এই দিনেই তাঁকে পৃথিবীতে অবতরন করান। **(৩)**এই দিনে তাঁকে ওফাত দান করেন। **(৪)** এই দিনে এমন একটি মুহুর্ত আছে, বান্দা সেই মুহুর্তে যা চাইবে তাকে তাই দেয়া হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত কোন হারাম জিনিস চাইবে না। **(৫)** এই দিনেই কিয়ামত সংঘটিত হবে। কোন নৈকট্যতম ফিরিশতা আসমান ও জমিন এবং বাতাস ও পাহাড় আর নদী এমন নেই যে, **জুমা**র দিনকে ভয় করে না।" **(ইবনে মাজাহ, ২/৮, হাদীস: ১০৮৪)**

প্রাণীদের কিয়ামতের ভীতি

অপর এক বর্ণনায় **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটাও ইরশাদ করেন: কোন প্রাণী এমন নেই যে, **জুমা**র দিন সকাল বেলা সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত কিয়ামতের ভয়ে চিৎকার করে না, শুধু মানুষ এবং জ্বীন ব্যতীত। **(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ১/১১৫, হাদীস: ২৪৬)**

দোয়া কবুল হয়ে থাকে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **জুমা**র দিন এমন একটি মুহুর্ত আছে, যদি কোন মুসলমান তা পেয়ে সেই সময় **আল্লাহ পাকে**র

www.dawateislami.net

নিকট কিছু চায় তবে **আল্লাহ পাক** তাকে অবশ্যই দিবেন আর সেই সময়টি খুবই সংক্ষিপ্ত। (মুসলিম, ৪২৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৮৫২)

আসর ও মাগরিবের মধ্যখানে অন্বেষণ করুন

হুযুর পুরনুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**জুমার** দিন যেই সময়টুকুর আশা করা হয়, তা আসরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অন্বেষন করো।" (তিরমিযী, ২/৩০, হাদীস: ৪৮৯)

বাহারে শরীয়াত প্রণেতার বাণী

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দোয়া কবুলের সময় বা মুহুর্তের ব্যাপারে দু'টি মজবুত বাণী রয়েছে: **(১)** ইমামের খুতবার জন্য বসা থেকে নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত **(২) জুমা** দিনের শেষ সময়। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৫৪)

ঘটনা

হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا সেই সময় স্বয়ং হুজরায় অবস্থান করতেন এবং নিজের খাদিমা ফিদ্দা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا কে বাহিরে দাঁড় করিয়ে দিতেন, যখন সূর্যাস্ত শুরু হতো তখন খাদিমা তাঁকে সংবাদ দিতেন, তার সংবাদে সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا দোয়ার জন্য হাত উঠাতেন। (মিরাত, ২/৩২০) উত্তম হলো, সেই সময়ে (কোন) পরিপূর্ণ দোয়া করা, যেমন; এই কুরআনী দোয়া: رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۱﴾ (পারা ২, সূরা বাকারা: ২০১) (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** হে **আল্লাহ**! আমাদেরকে দুনিয়ায় মঙ্গল দাও এবং আখিরাতের মঙ্গল দাও

www.dawateislami.net

আর আমাদিগকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও।) (মিরাত, ২/৩২৫)দোয়ার নিয়্যতে দরূদ শরীফও পড়তে পারেন, কেননা দরূদ পাকও মহত্বপূর্ণ দোয়া।

প্রত্যেক জুমায় ১ কোটি ৪৪ লাখ জাহান্নাম থেকে মুক্ত

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **জুমা**র দিন ও রাতে ২৪ ঘন্টায় এমন কোন ঘন্টা নেই, যাতে **আল্লাহ পাক ছয় লাখ** জাহান্নামীকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না, যাদের উপর জাহান্নাম ওয়াজিব হয়ে গিয়েছিলো। (মুসনাদে আবু ইয়ালা, ৩/২৩৫,২৯১, হাদীস: ৩৪২১,৩৪৭১)

কবরের আযাব থেকে নিরাপদ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন বা **জুমা**র রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে) মৃত্যুবরণ করবে, তাকে কবরের আযাব থেকে বাচিঁয়ে নেয়া হবে এবং কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে, **তার উপর শহীদের মোহর লাগা থাকবে**।

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৩/১৮১, হাদীস: ৩৬২৯)

এক জুমা থেকে অপর জুমা গুনাহের ক্ষমা

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন গোসল করে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে পবিত্রতা অর্জন করে আর তেল লাগায় এবং ঘরে যে সুগন্ধি রয়েছে তা লাগায় অতঃপর নামাযের জন্য বের হয় এবং দুই ব্যক্তিকে পৃথক করে না অর্থাৎ দুই ব্যক্তি বসে আছে তাদেরকে সরিয়ে মাঝখানে বসে না এবং যে নামায তার জন্য লিখা হয়েছে তা পড়ে এবং

www.dawateislami.net

ইমাম যখন খুতবা পড়ে তখন নিরব থাকে, **তার জন্য ঐ গুণাহ সমূহ, যা এই জুমা থেকে অপর জুমার মধ্যে সংগঠিত হবে, ক্ষমা করে দেয়া হবে।**

(বুখারী, ১/৩০৫, হাদীস: ৮৮৩)

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বাইত! এখনই আপনারা যে হাদীসে পাক শুনেছেন তার বর্ণনাকারী হলেন **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মর্যাদাপূর্ণ সাহাবী হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان প্রতি **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ এই মহত্বপূর্ণ বাণীর মাধ্যমে করেন: "যে ব্যক্তি আমাকে ভালবাসে, তার উচিৎ, আমার সাহাবীদেরকে ভালবাসা।" (তাফসীরে কুরতুবি, ৬/২০৩) তাঁর উপনাম হলো 'আবু আব্দুল্লাহ'। তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আযাদকৃত সাহাবী ছিলেন, তিনি ফারসী বংশীয় ছিলেন, পারস্যের শহরের আসফাহান নামক এলাকার অধিবাসী ছিলেন, দ্বীনের অন্বেষণে দেশ ছেড়ে পরদেশী হয়েছিলেন, প্রথমে খ্রীষ্টান হয়ে তাদের কিতাব অধ্যয়ন করেন, অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন এমনকি তাঁকে অনেক আরবীরা গোলাম বানিয়ে নিয়েছিলো এবং ইহুদিদের নিকট বিক্রি করে দিয়েছিলো, তাঁর মুনিব তাকে মুকাতব (টাকা পরিশোধ করে মুক্তির চুক্তি) করে দিয়েছে। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে তাঁর চুক্তিকৃত মূল্য পরিশোধ করে মুক্ত করে দিলেন, তিনি দশজনের চেয়েও বেশি মুনিবের হাত বদল হয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট এসে পৌঁছেন। (মিরআতুল মানাজিহ, ৮/৩৩) **"মুকাতব"** ঐ গোলামকে বলা হয়, যে তার মুনিবের নিকট মূল্য পরিশোধের বিনিময়ে মুক্ত হওয়ার চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। (জাওহারা, ২/১৪২)

www.dawateislami.net

আযাদ হওয়ার পর সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ গোলামীর শিকলে আবদ্ধ থাকার কারণে বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেননি, অতঃপর তিনশত খেজুর গাছ এবং চল্লিশ উকিয়া রূপার বিনিময়ে আযাদ হলেন এবং সাহসী মুজাহিদের ন্যায় পরবর্তীতে সংগঠিত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। (ইবনে আসাকির, ২১/৩৮৮,৩৮৯) খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের পরামর্শও তাঁর ছিলো। (তবকাতে ইবনে সা'দ, ২/৫১)

সায়্যিদুনা সালমানের মর্যাদা

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি গভীর ভালবাসা ছিলো, নিজের সময়ের অধিকাংশ অংশই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে অতিবাহিত করতেন এবং ফয়যানে **মুস্তফা** লাভে ধন্য হতেন, এর বিনিময়ে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে سَلۡمَانُ مِنَّا اَهۡلَ الۡبَیۡت অর্থাৎ সালমান আমার আহলে বাইতের অন্তর্ভূক্ত। (মুসনাদে বাযযার, ১৩/১৪০, হাদীস: ৬৫৩৪) এর মত সুসংবাদ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করেন, অপর এক স্থানে এই মহান সুসংবাদ দ্বারা সম্মানীত হয়েছেন যে "জান্নাত সালমান ফারসির আকাঙ্ক্ষী।"

(তিরমিযী, ৫/৪৩৮, হাদীস: ৩৮২২)

অনাড়ম্বরতার অনন্য ঘটনা

রাসুলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর জাহেরি ওফাতের পর সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেকদিন মদীনা শরীফে অবস্থান করেন, অতঃপর হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেলাফতের সময় "ইরাকে"

www.dawateislami.net

বসবাস শুরু করেন। কিছুদিন পর হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে "মাদায়িন" এর গভর্ণর নিয়োগ করেন। গভর্ণরের গুরুত্বপূর্ণ ও বড় পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরও তিনি খুবই সাধারন জীবন অতিবাহিত করেন, একদিন "মাদায়িন" এর বাজারে যাচ্ছিলেন, এক অচেনা ব্যক্তি তাকে কুলি মনে করে মাল উঠাতে বললো, তিনি চুপচাপ মাল উঠিয়ে তার পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন। লোকেরা দেখে বললো: হে সাহাবীয়ে রাসুল! আপনি এই মাল কেন উঠিয়েছেন? রাখুন! আমরা এগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। জিনিসের মালিক অবাক হয়ে গেলো, অতঃপর লজ্জিত হয়ে তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলো এবং জিনিসগুলো নামাতে চাইলো কিন্তু তিনি বললেন: আমি তোমার জিনিসগুলো উঠানোর নিয়্যত করেছি, এখন এগুলো তোমার ঘর পযর্ন্ত পৌঁছেই দিবো। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৪/৬৬)

সম্পূর্ণ বেতন মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন

হযরত সালমান ফারসি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **আল্লাহ**র পথে সম্পদ ব্যয় করা খুবই পছন্দ করতেন সুতরাং বেতন হিসাবে চার কিংবা পাঁচ হাজার দিরহাম পেতেন কিন্তু সম্পূর্ণ বেতন মিসকিনদের মাঝে বন্টন করে দিতেন এবং নিজে খেজুর পাতার টুকরি বানিয়ে অল্প দিরহাম উপার্জন করতেন এবং এগুলো দিয়েই নিজে জীবন যাপন করতেন। (তাবকাতে ইবনে সাআদ, ৪/৬৫)**আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

হামে ইযযত এনায়েত হো কভি ভী খোয়ার মত করনা
খোদা! সালমান কা সদকা, হামারি মাগফিরাত করনা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

২০০ বছরের ইবাদতের সাওয়াব

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন গোসল করে, তার গুনাহ ও অপরাধ সমূহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং যখন হাঁটতে শুরু করলো, তখন প্রতিটি কদমের বিনিময়ে বিশটি নেকী লিখে দেয়া হয়। (মু'জাম কবীর, ১৮/১৩৯, হাদীস: ২৯৬) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: প্রতিটি কদমের বিনিময়ে বিশ বছরের আমল লিখে দেয়া হয় এবং যখন নামায শেষ করে, তখন সে দুইশত বছরের আমলের প্রতিদান পায়।

(মু'জাম আওসাত, ২/৩১৪, হাদীস: ৩৩৯৭)

মৃত পিতামাতার নিকট প্রতি জুমায় আমল উপস্থাপন করা হয়

প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সোমবার ও বৃহস্পতিবার **আল্লাহ পাকে**র নিকট আমল উপস্থাপন করা হয় এবং আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এবং পিতা-মাতার সামনে প্রতি **জুমা**বার। তারা নেকী দেখে খুশি হয় এবং তাদের চেহারার পরিছন্নতা ও উজ্জলতা বৃদ্ধি পায়, সুতরাং **আল্লাহ**কে ভয় করো এবং নিজের মরহুমদেরকে **নিজের গুনাহ** দ্বারা কষ্ট দিও না। (নাওয়াদিরুল উসুল, ২/২৬০)

জুমার দিনের পাচঁটি বিশেষ আমল

হযরত আবু সাঈদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: পাঁচটি বিষয় যে ব্যক্তি একদিনে করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে **জান্নাতী** হিসাবে লিখে দিবেন। **(১)** যে রোগীকে দেখতে যাবে **(২)** জানাযার নামাযে উপস্থিত হবে **(৩)** রোযা রাখবে **(৪)জুমা**র নামাযে যাবে এবং **(৫)** গোলাম আযাদ করবে।

(আল ইহসান বিতারতিবি সহীহ ইবনে হিব্বান, ৪/১৯১, হাদীস: ২৭৬০)

www.dawateislami.net

জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো

হযরত আবু উমামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত; **রাসুলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র নামায পড়লো, সেই দিন রোযা রাখলো, কোন রোগীকে দেখতে গেলো, কারো জানাযায় উপস্থিত হলো এবং কারো বিয়েতে অংশগ্রহণ করলো, তবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে গেলো। (মু'জাম কবীর, ৮/৯৭, হাদীস: ৭৪৮৭)

শুধু জুমার দিন রোযা রাখবেন না

বিশেষভাবে শুধুমাত্র **জুমা**বার বা শুধুমাত্র শনিবার (অর্থাৎ Saturday) রোযা রাখা মাকরূহে তানযিহি। তবে হ্যাঁ, যদি কোন নির্দিষ্ট তারিখে **জুমা**বার বা শনিবার চলে আসে তবে সমস্যা নেই। যেমন; ১৫ শাবান, ২৭ রজব ইত্যাদি। **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "**জুমা**র দিন তোমাদের জন্য ঈদ, এই দিনে রোযা রেখো না, কিন্তু এর পূর্বে বা পরের দিনও রোযা রাখো। (আত তারগিব ওয়াত তারহিব, ২/৮১, হাদীস: ১১)

দশ হাজার বছরের রোযার সমান

আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: **জুমা**র রোযা অর্থাৎ যখন এর সাথে বৃহস্পতিরাত বা শনিবারও যুক্ত হয়, তবে বর্ণিত হয়েছে, **দশ হাজার বছরের রোযার সমান**। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১০/৬৫৩)

জুমার রোযা কখন মাকরূহ?

জুমার রোযা সর্বাস্থায় মাকরূহ নয়, মাকরূহ শুধুমাত্র ঐ অবস্থায়, যখন বিশেষভাবে **জুমা**র রোযা রাখা হয়। সুতরাং **জুমার রোযা কখন**

www.dawateislami.net

মাকরূহ? এই ব্যাপারে **ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার** ১০ম খন্ডের ৫৫৯ পৃষ্ঠা থেকে প্রশ্নোত্তরটি দেখুন: **প্রশ্ন:** ওলামায়ে কিরাম এই মাসআলার ব্যাপারে কি বলেন যে, **জুমা**র দিন নফল রোযা রাখা কেমন? এক ব্যক্তি **জুমা**র দিন রোযা রাখলো, একজন তাকে বললো: **জুমা**র দিনতো মুসলমানের ঈদের দিন, এই দিন রোযা রাখা মাকরূহ এবং জোর করে দুপুরের পর রোযা ভঙ্গ করিয়ে দিলো। **উত্তর: জুমা**র রোযা বিশেষকরে এই নিয়্যতে রাখা যে, আজ **জুমা**র দিন এই দিনে রোযা রাখা উচিৎ, তবে তা মাকরূহ, কিন্তু এমন মাকরূহ নয় যে, ভঙ্গ করা আবশ্যক, আর যদি কোন বিশেষ নিয়্যত ছিলো না, তবে একেবারেই কোন সমস্যাও নেই, অপর ব্যক্তির যদি মাকরূহ হওয়ার ব্যাপারে জানা নাও থাকে, তবে তো অভিযোগ করাটাই বোকামি এবং রোযা ভঙ্গ করানো শরীয়াতের উপর প্রভাব বিস্তার করা। আর যদি জানানোও হয়েছে, তবুও মাসাআলা বলে দেয়াই যথেষ্ট ছিলো, রোযা ভঙ্গ করানো নয়, আর তাও দুপুরের পর, যে অধিকার নফল রোযার ক্ষেত্রে পিতামাতা ছাড়া আর কারো নেই, ভঙ্গকারী এবং ভঙ্গ করানো ব্যক্তি উভয়ে গুনাহগার হলো, ভঙ্গকারীর উপর কাযা করা ওয়াজিব কিন্তু কাফফারা একেবারেই নয়। وَاللّٰہُ اَعْلَمُ

মাদানী পোষাক দেখে প্রভাবিত হয়ে গেলো

জুমার দিনে বিভিন্ন নেকীর সাওয়াব অর্জনের আগ্রহ বাড়াতে, অধিকহারে দরূদ ও সালাম পড়ার উৎসাহ পেতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আপনাদের উৎসাহ প্রদানের জন্য একটি **"মাদানী বাহার"** উপস্থাপন করছি: ডেহেরকি (বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশ) এর এক ইসলামী ভাই মাদানী পরিবেশে আসার

www.dawateislami.net

পূর্বে লম্পট এবং গার্ল ফ্রেন্ডের ফাঁদে আটকে ছিলো। দিন রাত সর্বদা সাউন্ড সিস্টেমে খুবই উচ্চ আওয়াজে গান শুনতো। পরিবারের সদস্যরা বুঝাতো কিন্তু সে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতো। একদিন কোথাও বন্ধুদের সাথে বসে ছিলো, হঠাৎ নাত শরীফ পড়ার আওয়াজ শুনা গেলো, যা তার খুব পছন্দ হলো, সে আওয়াজ যেদিক থেকে আসছিলো সেদিকে যেতে যেতে নাতের মাহফিলে পৌঁছে গেলো, যেখানে সাদা পোশাক, মাথায় পাগড়ী শরীফ উপরে সাদা চাদর পরিহিত, বাবরী চুল এবং দাঁড়ি সজ্জিত নাত পরিবেশনকারী নাত পড়তেছিলো। তার হৃদয়ে আঘাত লাগলো যে, আমার জীবনটাইবা কেমন! জীবনের মজা তো এরাই উপভোগ করছে, যারা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমে **তাঁর** সুন্নাতের উপর আমল করে। সেই নাতের মাহফিলে বসে বসেই সে নামায পড়ার দৃঢ় নিয়্যত করলো এবং পড়াও শুরু করে দিলো। অতঃপর তার পরিচিত কেউ তাকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে অনুষ্ঠিত **রমযানুল মুবারকে**র ইতিকাফে অংশগ্রহণ করার উৎসাহ দিলো,

সে তো প্রথম থেকেই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতি আন্তরিক ছিলো, সাথে সাথেই রাজি হয়ে গেলো। ইতিকাফে একটি কালাম পড়া হলো **"কাশ কে না দুনিয়া মে পয়দা না হুয়া হোতা"** যা শুনে তার মাঝে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়ে গেলো, অতঃপর আসরের পর আখিরাতের চিন্তার বিষয়ে বয়ান হলো, তখন তার অন্তর নাড়া দিয়ে উঠলো, সে অতীতের গুনাহ থেকে সত্যমনে তাওবা করে নিলো। এরপর চেহারায় দাঁড়ি, মাথায় বাবরী চুল এবং পাগড়ী শরীফের মুকুট সাজিয়ে নিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইতিকাফের পর নিজের এলাকায় "সদায়ে মদীনা" দিয়ে মুসলমানদেরকে ফজরের

www.dawateislami.net

নামাযের জন্য জাগাতে লাগলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করে একটি হালকার যিম্মাদারী পর্যন্ত পৌঁছে গেলো।

গীত গা'নে কি আ'দত নিকাল জায়েগি,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
বে জা বক বক কি খাসলত ভি টল জায়েগি,
মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

জুমার দিন মা-বাবার কবরে উপস্থিত হওয়ার সাওয়াব

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি তার পিতামাতা উভয়ের বা একজনের কবরে প্রত্যেক **জুমা**র দিন যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হয়, **আল্লাহ পাক** তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং পিতামাতার সাথে সদাচরণকারী হিসাবে লিখে দিবেন।

(মু'জাম আওসাত, ৪/৩২১, হাদীস: ৬১১৪)

পিতামাতার কবরে "সূরা ইয়াসিন" পাঠ করার ফযীলত

আল্লাহ পাকের নিকট আমরা গুনাহগারদের ক্ষমা প্রার্থনাকারী **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন আপন পিতামাতা বা একজনের কবর যিয়ারত করে এবং কবরের পাশে সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আলকামিল ফিল যুআফায়িল রিজাল, ২/২৬০)

www.dawateislami.net

তিন হাজার ক্ষমা

দয়ালূ নবী, রাসুলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক **জুমা**র দিন পিতামাতা বা একজনের কবর যিয়ারত করে, সেখানে সূরা ইয়াসিন পড়ে, তবে **আল্লাহ পাক** সূরা ইয়াসিনের হরফের সমপরিমাণ তার জন্য মাগফিরাত দান করবেন। (ইত্তিহাফুস সা'দাত, ১৪/২৭২)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! প্রতি **জুমা** শরীফে পিতামাতার বা একজনের কবরে উপস্থিত হয়ে সূরা ইয়াসিন পাঠকারীর তো তরীই পার হয়ে গেলো। اَلْحَمْدُلِلّٰه ইয়াসিন শরীফে ৫টি রুকু ৮৩টি আয়াত ৭২৯টি বাক্য এবং প্রায় ৩০০০ হরফ (শব্দ) রয়েছে, اِنْ شَآءَ الله **প্রায় তিন হাজার মাগফিরাতের সাওয়াব পাওয়া যাবে।**

জুমার দিন সূরা ইয়াসিন পাঠকারীর ক্ষমা হবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমা**র রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এবং **জুমা**র মধ্যবর্তী রাতে) সূরা ইয়াসিন পাঠ করে, তার ক্ষমা হয়ে যাবে। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৮, হাদীস: ৪)

রূহ সমূহ একত্রিত হয়

জুমার দিন রূহ সমূহ একত্রিত হয়, সুতরাং এই দিনে কবর যিয়ারত করা উচিৎ এবং এই দিন জাহান্নাম প্রজ্জলিত করা হয়না। (দুরের মুখতার, ৩/৪৯) আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কবর যিয়ারতের উত্তম সময় হলো **জুমা**র দিন ফজরের নামাযের পর।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২৩)

www.dawateislami.net

জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠকারির ক্ষমা হবে

সাহাবী ইবনে সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত: **আল্লাহর প্রিয় রাসুল** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **জুমার** দিন **সূরা কাহাফ** পাঠ করে, তার পা থেকে আসমান পর্যন্ত নূর প্রসারিত হবে, যা কিয়ামতের দিন তার জন্য আলোকিত হবে এবং **দুই জুমার মধ্যবর্তী যা গুনাহ হয়েছে তা ক্ষমা করে দেয়া হবে।**"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/২৯৮, হাদীস: ২)

দুই জুমার মধ্যবর্তী নূর

হযরত আবু সাঈদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত; **রাসুলে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمইরশাদ করেন:"যে ব্যক্তি **জুমার** দিনে **সূরা কাহাফ** পাঠ করে,তার জন্য দুই **জুমার** মধ্যবর্তী নূর আলোকিত হবে।"

(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকি, ৩/৩৫৩, হাদীস: ৫৯৯৬)

কা'বা পর্যন্ত নূর

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: "যে ব্যক্তি **জুমার** রাতে (অর্থাৎ বৃহস্পতিবার এবং **জুমার** মধ্যবর্তী রাত) **সূরা কাহাফ** পাঠ করে, তার জন্য সেখান থেকে কা'বা পর্যন্ত নূর আলোকিত হবে।" (দারেমি, ২/৫৪৬, হাদীস: ৩৪০৭)

"সূরা حٰمٓ الدُّخان" এর ফযীলত

রাসূলে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমার** দিন বা বৃহস্পতিবার রাতে **সূরা আদ-দুখান** পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরি করবেন। (মু'জাম কবির ৮/২৬৪, হাদীস: ৮০২৬) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: তার ক্ষমা হয়ে যাবে। (তিরমিযী, ৪/৪০৭, হাদীস: ২৮৯৮)

www.dawateislami.net

সত্তর হাজার ফিরিশতার ক্ষমা প্রার্থনা

প্রিয় নবী,মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি রাতে **সূরা আদ-দুখান** পড়ে, তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত তার জন্য সত্তর হাজার (৭০০০০) ফিরিশতা ক্ষমা প্রার্থনা করবে।"

(প্রাগুক্ত, ৪/৪০৬, হাদীস: ২৮৯৭)

জুমার দিন ফজরের পূর্বে ক্ষমা প্রার্থনার ফযীলত

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমার** দিন ফজরের নামাযের পূর্বে তিনবার[১] اَسْتَغْفِرُاللّٰهَ الَّذِیْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ،وَ اَتُوْبُ اِلَیْهِ পাঠ করবে, তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার চেয়ে বেশি হয়। **(মু'জাম আওসাত, ৫/৩৯২, হাদীস: ৭৭১৭)**

জুমার নামাযের পর

আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের ২৮তম পারার সূরা **জুমার** ১০নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِیْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿۱۰﴾

(পারা ২৮, সূরা জুমা, আয়াত ১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন নামায (জুমা) শেষ হলো, তখন জমিনে ছড়িয়ে পড়ো এবং **আল্লাহর** অনুগ্রহ তালাশ করো আর **আল্লাহকে** খুব স্বরণ করো! এ আশায় যে, সাফল্য লাভ করবে।

১. অনুবাদ:আমি আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, এবং আমি তার দিকে প্রত্যাবর্তিত হবো।

www.dawateislami.net

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতের আলোকে **"তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান"**এর ১০২৫ পৃষ্ঠায় লিখেন: এখন (অর্থাৎ **জুমা**র নামাযের পর) তোমাদের জন্য জায়িয যে,আর্থিক (জীবিকার) কাজে নিয়োজিত হয়ে যাও বা ইলম অন্বেষনে বা রোগীর সেবায় বা জানাযায় অংশগ্রহণ বা ওলামায়ে কিরামের সাক্ষাতে অথবা এই ধরনের কাজে ব্যস্ত হয়ে নেকী অর্জন করো।

জুমার সুন্নাত

জুমার নামাযের জন্য প্রথমে যাওয়া, মিসওয়াক করা, উত্তম এবং সাদা কাপড় পরিধান করা, তেল এবং সুগন্ধি লাগানো ও প্রথম কাতারে বসা মুস্তাহাব এবং গোসল করা সুন্নাত। (আলমগিরী ১/১৪৯। গুনিয়া, ৫৫৯ পৃষ্ঠা)

জুমার গোসলের সময়

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **জুমা**র গোসল নামাযের জন্য সুন্নাত, **জুমা**র দিনের জন্য সুন্নাত নয়। সুতরাং যার উপর **জুমা**র নামায নেই তার জন্য এই গোসল সুন্নাত নয়। কিছু ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: **জুমা**র গোসল **জুমা**র নামাযের নিকটতম সময়ে করো, কেননা এর অযু দিয়ে **জুমা** পড়ো, কিন্তু মূলত **জুমা**র গোসলের সময় ফজর উদিত হওয়া থেকে শুরু হয়ে যায়। (মিরাত, ২/৩৩৪) বুঝা গেল, মহিলা এবং মুসাফির ইত্যাদি যাদের উপর **জুমা** ওয়াজিব নয় তাদের জন্য **জুমা**র গোসলও সুন্নাত নয়। যাদের

www.dawateislami.net

উপর নামায ফরয কিন্তু কোন শরয়ী কারণে **জুমা** ফরয নয়, তাদের জন্য **জুমার** দিন যোহর ক্ষমা নেই, তাতো পড়তেই হবে।

জুমার গোসল সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা

হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **জুমার** নামাযের জন্য গোসল করা সুন্নাতে যায়িদা (অর্থাৎ সুন্নাতে গাইরে মুয়াক্কাদা), তা ছুটে গেলে কোন সমস্যা নেই। **(রদ্দুল মুহতার, ১/৩৩৯)**

খুতবার সময় কাছাকাছি থাকার ফযীলত

হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: খুতবার সময় উপস্থিত থাকো এবং ইমামের নিকটেই থাকো, তা এই কারণেই যে, মানুষ যতই দূরে থাকবে, জান্নাতে ততই পিছনে থাকবে, যদিওবা সে (মুসলমান) জান্নাতে অবশ্যই প্রবেশ করবে। **(আবু দাউদ, ১/৪১০, হাদীস: ১১০৮)** জান্নাতে পিছনে থাকা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, জান্নাতে প্রবেশ করাতে বা জান্নাতে মর্যাদায় পিছিয়ে থাকবে।

জুমার সাওয়াব পাবে না

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **জুমার** সময় কথা বলে যখন ইমাম খুতবা প্রদান করছে, তবে তার উদাহরণ সেই গাধার ন্যায়, যে পিঠে কিতাব উঠিয়ে নিলো আর তখন অন্য কেউ তাকে বললো যে, "চুপ থাকো" তবে সে (অর্থাৎ "চুপ থাকো" যে বললো) **জুমার** সাওয়াব পাবে না। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ১/৪৯৪, হাদীস: ২০৩৩)**

www.dawateislami.net

চুপচাপ খুতবা শুনা ফরয

যে সকল বিষয় নামাযে হারাম, যেমন; খাওয়া-দাওয়া, সালাম দেয়া ও সালামের উত্তর দেয়া ইত্যাদি এসব খুতবার সময়ও হারাম, এমনকি اَمْر بِالْمَعْرُوْف (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ) দেয়াও হারাম, তবে হ্যাঁ, খতিব اَمْر بِالْمَعْرُوْف (অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ) দিতে পারবে। যখন খুতবা পড়ে, তখন সকল উপস্থিতির উপর খুতবা শুনা এবং চুপ থাকা **ফরয**, যারা ইমাম থেকে দূরে থাকবে যে, খুতবার আওয়াজ তাদের পর্যন্ত পৌঁছে না, তাদেরও চুপ থাকা **ওয়াজিব**। যদি কাউকে মন্দ কথা বলতে দেখে, তবে হাত ও মাথার ইশারায় নিষেধ করতে পারবে, কিন্তু মুখে বলা **নাজায়িয**।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৪। দুরের মুখতার, ৩/৩৯)

খুতবা শ্রবণকারী দরূদ শরীফ পড়তে পারবে না

খতিব সাহেব যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম নিলো, তবে উপস্থিতিরা মনে মনে দরূদ শরীফ পড়বে, তখন মুখে উচ্চারণ করে পড়ার অনুমতি নেই, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর নাম নিলে তখন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ মুখে উচ্চারণ করে বলার অনুমতি নেই।

(বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৫। দুরের মুখতার, ৩/৪০)

বিয়ের খুতবা শুনাও ওয়াজিব

জুমার খুতবা ছাড়াও অন্যান্য খুতবা শুনাও ওয়াজিব, যেমন; দুই ঈদের খুতবা ও বিয়ের খুতবা ইত্যাদি। **(দুরের মুখতার, ৩/৪০)**

www.dawateislami.net

প্রথম আযান হতেই ব্যবসা বাণিজ্যও নাজায়িয

প্রথম আযান হতেই (**জুমা**র নামাযের জন্য যাওয়ার) চেষ্টা (শুরু করে দেয়া) ওয়াজিব এবং বেচাকেনা ইত্যাদি যা এই চেষ্টায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তা পরিহার করা ওয়াজিব। এমনকি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় বেচাকেনা করলো, তাও নাজায়িয এবং মসজিদে ক্রয়বিক্রয় করা তো জঘন্যতম গুনাহ আর খাবার খাচ্ছিলো এমন সময় **জুমা**র আযানের আওয়াজ আসলো, যদি এই ভয় থাকে যে, খাবার খেলে **জুমা** ছুটে যাবে তবে খাবার রেখে দিবে এবং **জুমা**য় চলে যাবে। **জুমা**র জন্য প্রশান্ত ও গাম্ভীর্যতা সহকারে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ১/৭৭৫। আলমগিরী, ১/১৪৯। দুররে মুখতার, ৩/৪২)

বর্তমানে ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্বের যুগ, মানুষ অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় খুতবা শুনার মতমহান ইবাদতেও ভূলভ্রান্তি করে গুনাহ সম্পাদন করছে,সুতরাং অনুরোধ হলো, অসংখ্য নেকী অর্জনের জন্য প্রত্যেক জুমায় খতিব সাহেব মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবার আযানের পূর্বে এই ঘোষণা করুনঃ

খুতবার ৭টি মাদানী ফুল

- **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি **জুমা**র দিন মানুষের কাঁধ টপকিয়ে সামনে যায়, সে জাহান্নামের দিকে সেতু তৈরি করলো।" (তিরমিযী, ২/৪৮, হাদীস: ৫১৩) এর একটি অর্থ হলো, এর উপর দিয়ে লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বাহারে শরীয়াতের হাশিয়া, ১/৭৬১-৭৬২)
- খতিবের দিকে মুখ করে বসা সুন্নাতে সাহাবা। সুতরাং যারা কাতারের ডানে বামে বসেছেন, তারা খতিবের মিম্বরের দিকে ফিরে যান।
- বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেছেন: দু'যানু (যেভাবে আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় বসে সেভাবে) হয়ে বসে খুতবা শুনুন, প্রথম খুতবায় হাত

www.dawateislami.net

বাঁধবে, দ্বিতীয় খুতবায় রানের উপর হাত রাখবে, তবে اِنْ شَآءَ الله দুই রাকাত নামাযের সাওয়াব পাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ২/৩৬৫)

✱ আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খুতবায় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম শুনে মনে মনে দরূদ পড়বে, কেননা মুখ বন্ধ রাখা ফরয। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৩৬৫)

✱ **দুরের মুখতারে** রয়েছে : খুতবার সময় আহার করা, কথা বলা যদিওবা سُبْحٰنَ الله বলা, সালামের উত্তর দেয়া বা নেকীর দাওয়াত দেয়া **হারাম**।

(দুরের মুখতার, ৩/৩৯)

✱ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খুতবার সময় হাঁটা চলা করা **হারাম**। ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এমনও বলেছেন; যদি এমন সময় এলো যে, খুতবা শুরু হয়ে গেছে তবে মসজিদের যেখানেই পৌঁছেছে সেখানেই বসে যাবে, সামনে অগ্রসর হবে না, কেননা এটা কাজ হয়ে যাবে এবং খুতবার সময় কোন কাজ করা জায়িয নয়।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৮/৩৩৩)

✱ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: খুতবার সময় কোন দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখাও **হারাম**। (৮/৩৩৪ পৃষ্ঠা)

সে দা'ওয়াতে ইসলামীতে কিভাবে আসলো?

জুমার ফযীলত দ্বারা উপকৃত হতে এবং বর্ণনাকৃত কুরআনী সূরা সমূহ পড়ার উৎসাহ পেতে আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন। আসুন! একটি **"মাদানী বাহার"** শুনি এবং আন্দোলিত হই: **দা'ওয়াতে ইসলামী**তে আসার পূর্বে "ওয়াকেন্ড" এর যুবক ইসলামী ভাই অন্যান্য যুবকের মত মোবাইল ফোনের আসক্ত ছিলো, নিজের মোবাইলে গান শুনতো, সিনেমা দেখতো,

www.dawateislami.net

গভীর রাত পর্যন্ত বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতো, দেরীতে ঘুমাতো এবং দেরীতে ঘুম থেকে উঠতো, ফজর এবং অন্যান্য নামাযও কাযা করে দিতো। পিতা মারা গিয়েছিলো, মা বুঝাতে চাইলেও বুঝতে চাইতো না। তার এলাকায় কিছু **দা'ওয়াতে ইসলামী** ওয়ালা থাকতো, যারা তাকে বুঝালো যে, আপনি আশিকানে রাসুলের সাহচর্যে "ফয়যানে মদীনায়" ইতিকাফ করুন, সেখানে অনেক কিছু শিখার সুযোগ হবে,যার মধ্যে নামাযের সঠিক নিয়ম,বিশুদ্ধভাবে কুরআন শরীফ পাঠ করা ইত্যাদি। এভাবে সে তার শহরের মাদানী মারকায "ফয়যানে মদীনায়" ইতিকাফ করতে সফল হয়ে গেলো এবং যখন ইতিকাফ থেকে ফিরে আসলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه গুনাহ থেকে তাওবা করে নিয়েছিলো, নামায পড়তে লাগলো এবং তার মায়ের অনুগতও হয়ে গেলো, যেলি মুশাওয়ারাতের নিগরান হিসাবে সে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার সৌভাগ্যও অর্জন করলো।

ভাই গর চাহতে হো "নামাযেঁ পড়োঁ", মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।
নেকীয়ুঁ মে তামান্না হে "আগে বাড়োঁ", মাদানী মাহোল মে করলো তুম ইতিকাফ।

(ওয়সাইলে বখশিশ, ৬৪৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

শরীরকে দূর্বলকারী বিষয়

চিকিৎসকদের মতে, এই বিষয়গুলো শরীরকে দূর্বল করে দিতে পারে: চিন্তা ভাবনা বেশি করা, ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে অধিকহারে পানি পান করা (মাঝে মাঝে সামান্য পানি করে নিলে সমস্যা নাই) এবং টক বস্তু অধিকহারে খাওয়া। **(ইহইয়াউল উলুম, ৬৮৬ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net